স্রোতের শ্যাওলা অথবা হীরকখণ্ড

মণিদীপা সান্যাল

সাহিত্যের কোনও নির্দিষ্ট পরিধিরেখা নেই। মাটির নিচের শিকড়ের মতো সে চারিয়ে যায় মানুষের অস্তিত্বে, তার মননের রসে পুষ্টি পেয়ে সে এঁকে যায় পরিবর্তনশীল জীবনের ও যাপনের বিচিত্র ছবি। সে চিত্রে যেমন আছে পরিচিত সংসার ও সমাজের ছবি, তেমনই আছে না-দেখা মানুষজনের দিনপঞ্জি। মহামতি ইম্যানুএল কান্ট বলেছেন মানুষের অভিজ্ঞতা যেমন উপস্থিত জগৎ সংসারের ছবি এঁকেই ক্ষান্ত থাকে, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা তেমনভাবে থামতে জানে না। তার জানার খিদে অনেক বেশি। সে মানুষকে প্ররোচিত করে নতুন নতুন দেশে পাড়ি দিতে, না-জানা শব্দ ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হতে। সেভাবেই তার 'বিশ্বসাথে যোগে' বিহারের বাসনা মেটে। ভাষাই জানে সেই চমৎকার, তাই বুঝি এত চমক তার! দর্শনবেত্তা অধ্যাপক শিবজীবন ভট্টাচার্য বলেন, ভাষা হল বিবর্তনের একটি বিশেষ ঘটনা।[১] তাই অনেকে বাক্ ক্ষমতাকে মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেন, যার দ্বারা সে অপর প্রাণীর থেকে আলাদা। এই ভাষা আমাদের চিন্তাকে প্রকাশ করে, ঘরের, বাইরের, দেশের। দেশ পেরোতে গেলে চিন্তা হোঁচট খায়, তবু সে থামে না। দেশ ও কালের খণ্ডিত রূপ সে বোঝে না। এলিয়টের অব্জেক্টিভ কোরিলেটিভ, অর্থাৎ ঘটনা, স্থান, বস্তু, পরিবেশ সব ছাড়িয়ে সে আরও কিছু ছুঁতে চায়। চিন্তার এই আকুতির একমাত্র প্রশমন নতুন বর্ণমালার সঙ্গে মিতালি। অপর দেশের ভাবনা, উচ্ছ্বাস প্রকাশের একমাত্র পথ অনুবাদ। উপনিষদের ভাষায়, একা একা বাঁচা যায় না, অপর চাই। শুধু কাছের অপর নয়, দূরের অপর। কাছের অপরের সঙ্গে সহজ বিনিময়, দূরের অপরের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অ-সহজ বিনিময়, 'চলতহি অঙ্গুলি চাপি'। এভাবেই যাত্রা শুরু।

যে ভাষা, যে সাহিত্য মানুষের মৌলিক সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত, তা বর্ণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিন্নতা ইত্যাদি পেরিয়ে সব মানুষকে একসূত্রে গাঁথতে চায়। গ্যেটে একারমানের কথোপকথনে তা ধরা পড়েছে। ''পৃথিবী এবার জাতীয় সাহিত্যের পর্ব শেষ করে বিশ্ব সাহিত্য সৃষ্টির পথে প্রবেশ করছে।'' এই গ্রন্থনার কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অনুবাদের অনিবার্যতাই ফুটে ওঠে। মানুষের এই পরস্পর বিনিময়কামনার প্রথম আকুতির পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। অসংখ্য অনুবাদ-পুষ্প ততদিনে মঞ্জরিত। সবক'টি মঞ্জরী সমান পুষ্পিত হবে, এমন আশা প্রকৃতি মায়ের কাছেও করা যায় না, মানুষ তো কোন ছার। সত্যিই কোনোটা পূর্ণ পুষ্পিত হবে কি না, এ প্রশ্নও অমূলক নয়। বিশ শতকের প্রথম দিকে অক্সফোর্ডে অনুবাদ বিষয়ে ভাষণে হিলেয়ার বেলক্ বলেন অনুবাদ শিল্প পরনির্ভর, তাই এর মান নিচুদরের। মানুষের এই মনোভাবের জন্যই এই শিল্পটি প্রায় নষ্ট হতে বসেছে।[২] উদ্ধৃতির শেষ অংশের খেদোক্তি অনুবাদের

সমস্যার দিকে নির্দেশ করে। এর প্রধান সমস্যাগুলি দেখা যাক,

১) বহুক্ষেত্রে বিশিষ্টার্থক শব্দ প্রয়োগে উৎস এবং উদ্দিষ্ট ভাষা ভিন্ন হয়

২) উৎস এবং উদ্দিষ্ট ভাষা উভয়েতেই পরিভাষাগত ন্যূনতা থাকতে পারে

৩) বহু শব্দের সংস্কৃতি-নির্ভর দ্বিতীয় স্তরের অর্থ রয়েছে বলে ভাষাতত্ত্ববিদরা মনে করেন

৪) পল রিকোরের মতে[৩] ভাষান্তরে অর্থপরিবর্তনের আশংকা থেকে যায়।

এইসব কারণে ভাষান্তর আংশিক ভাবে সফল। তবে এই সফলতা সত্ত্বেও রিকোর গোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত ও ধর্মীয় বিসম্বাদের পরিবেশে ভাষান্তরের শিল্প ও নৈতিকতার অপরিসীম গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন।

পূর্বে উল্লেখিত সমস্যাগুলি কাব্য এবং গদ্য উভয়ের ক্ষেত্রেই খাটে। হায়াত মামুদ বলেন, ''গল্প বা উপন্যাসে যেখানে কোনো শব্দই একমাত্র ও অমোঘরূপে বিবেচ্য নয়, কোলরিজ-কথিত the best words in the best order তো নয়ই, সেখানেও কোনো কোনো শব্দ বা তার অনুষঙ্গ বা তার ধ্বনিগত দ্যুতি এমন সংকটের সম্মুখে এনে দাঁড় করায় যা থেকে অব্যাহতি নেই।[৪] কিন্তু অষ্টাদশ শতকে মহামতি স্যামুএল জনসন ''কবিতার অনুবাদ হয় না" এমন কথা বলার পরেও হায়াত বলেন, ''সন্দেহ কি, কোনো কবিতার ভাষান্তর কখনোই সেই মূল কবিতা নয়। যথা একজন মানুষ কদাচ আরেক জনের মতো নয়। তবু সামান্য লক্ষণ একটি রয়ে যায়। দুজন একই রকম নয় বটে, কিন্তু মানুষ; তেমনি অনুবাদ্য মূল ও অনূদিত ভাষান্তর উভয়কেই কবিতা হতে হবে।"[৫]

তাহলে অনূদিত কবিতার কি বিশেষ গুণ থাকা দরকার? আঁন্দ্রে লেফেভার কবিতা অনুবাদ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার সময় নানা ধরনের অনুবাদের কথা বলেন[৬] —

১) ফোনেমিক, মূল কবিতার ধ্বনিবিন্যাস একই রকম থাকে

২) লিটারাল/আক্ষরিক - অনুভবের ব্যঞ্জনা যথাযথভাবে রক্ষিত নয়।

৩) মেট্রিকাল - ছন্দের কাঠামো ঠিক থাকে, ভাবের দিকে নজর দেওয়া হয় না

৪) পোয়েট্রি ইনটু প্রোজ, সুন্দর গদ্যে অনুবাদ। কবিতা হয় না

৫) রাইমড্, অন্ত্যমিল থাকবে। ভাবের ব্যঞ্জনা নেই

৬) ব্ল্যাঙ্ক ভার্স, অন্ত্যমিল নেই। মূল ভাব থাকে, সৌন্দর্য কম

৭) ইন্টারপ্রিটেশন, মূল কবিতার নির্যাস নিয়ে গঠিত নতুন কবিতা

এই কয়টি প্রকারের মধ্যে আক্ষরিক, ভাবানুগ ও মুক্ত কবিতাই (ইন্টারপ্রিটেশন) অনুবাদে প্রধানত পাওয়া যায়। বিষ্ণু দে কৃত টি এস এলিয়টের কবিতার অনুবাদগুচ্ছ প্রথম প্রকারের উদাহরণ। বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়রের কবিতা বা কেতকী কুশারী ডাইসনের রবীন্দ্র-কবিতা ভাবানুগ বলা যেতে পারে। কালিদাসের মেঘদূতম্ কাব্য থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতাকে মুক্ত কবিতা বলা যায়।

এর কোনোটিকেই শর্তহীন ভাবে গ্রহণ করা চলে না। তবু এভাবেই এগোতে হয়। এবারে জার্মান কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে আসি। কেন এই প্রসঙ্গ? আসলে ভারতবর্ষ ও জার্মানির সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ইতিহাস যথেষ্ট পুরোনো। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে নুরেমবার্গ থেকে প্রকাশিত হল ভর্তৃহরির রচনার অনুবাদ। উইলিয়াম জোন্সেরও আগে হেনরিখ রথ ইউরোপীয় ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেছেন। আলব্রেখট ওয়েবার রচনা করেছিলেন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস। ভগবদগীতার অনুবাদক ছিলেন শ্লেগেল। বিখ্যাত পন্ডিত হুমবোল্ড সে অনুবাদ পড়ে বলেছিলেন, ''এই বইটি না পড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে আমার জীবনে যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তা আমি হারাতাম।" ম্যাক্সমূলারের মতে জীবনকে মানবতাবাদে দীক্ষিত করার জন্য শুধু লৌকিক জীবন নয়, অনন্ত জীবনের সন্ধান পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষের দিকেই তাকাতে হবে। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার প্রতি জর্মন মননের এই শ্রদ্ধার কারণেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ জার্মানির

সংস্কৃতির চিন্তার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

এবারে মূল বিষয়ে ফেরা যাক। নিত্যদিনের যাপনে মনের নানারকম অনুভূতি কবিতার মাধ্যমে মানুষ প্রকাশ করে। তবে যে কোনও সৃষ্টির মূলে থাকে যন্ত্রণা। সেই বিচারে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) বা দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) পরবর্তী সময়ে যে কবিতা রচিত হয়েছে, তাতে সংবেদনশীলতা কীভাবে প্রকাশ পেল সেটি আমাদের আকর্ষণ করে বৈকি। যে সময়ে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অথবা এক্সপ্রেশনিজম জার্মানিতে অধিকার কায়েম করছে, সে সময়ের মানুষের চিন্তায় নৈরাশ্য, নাস্তিবাদ, কল্পনা, ভাববাদ, জীবনের অর্থ কীভাবে শব্দবিন্যাসে সাজানো হয়েছে, সে বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে কাব্যসাহিত্যের ওপরেই নজর দিতে হয়েছে। প্রচুর কবিতা লেখা হয়েছে সে সময়ে যা যুদ্ধোত্তর মানসিকতার দলিল হয়ে রয়েছে। এইসব কবিতা অনুবাদের আগে জেনে নেওয়া দরকার অনুবাদের কিছু অবশ্য পালনীয় নিয়ম। বিশিষ্ট দার্শনিক ও যুক্তিবিজ্ঞানী এবার্লে (Eberle) ভালো অনুবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।[৭] সেইগুলি এইরূপ :

১) ভাষার আঁটোসাঁটো রূপকের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

২) অনুবাদ প্রসঙ্গনির্ভর। যেমন, 'যাওয়া' শব্দটির পরিবর্তে 'ঘুরে আসা' বাক্যাংশের ব্যবহার প্রসঙ্গ বিশেষে অধিক উপযুক্ত।

৩) চিত্রকল্পের দিকে নজর দিতে হয়।

৪) সামাজিক মানুষগুলির আবেগ গুরুত্বপূর্ণ।

৫) বাক্যটি আদেশাত্মক হলে সেই ভাবটি ভাষান্তরেও থাকা প্রয়োজন।

৬) ভাষার অলংকারের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়।

উল্লেখিত প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই সব অনুবাদে নাও থাকতে পারে। প্রেক্ষিত অনুযায়ী এইসব মানদণ্ডের অগ্রগণ্যতা ভিন্ন হতেই পারে। তবে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য বা প্রসঙ্গ ভিত্তিক অনুবাদও কিন্তু অসম্পূর্ণ। অন্যান্য উপাদানগুলি গোচরে রেখে মূল বক্তব্য এবং প্রেক্ষিত — এ দুটির প্রতি মনোযোগ দিলে তবেই ভালো অনুবাদ সম্ভব।

এবার্লে কথিত একাধিক বৈশিষ্ট্য যে সহাবস্থান করতেও পারে তার একটি নমুনা[৮],

Im Regen // Jörg Steiner

Die leute auf der Straße haben Eile;
es regnet auf der Straße,
die Leute haben Eile, wenn es regnet.

Die Leute in den Häusern haben Zeit,
in den Häusern ist es gemütlich,
die Leute haben Zeit, wenn es regnet.

Die Leute in den Häusern betrachten
die Leute in der Straße.
Es regnet.

বৃষ্টিতে // ইয়র্গ স্টাইনার

পথচলতি মানুষগুলির বড়ো তাড়া
পথে বৃষ্টি নেমেছে
বৃষ্টিতে মানুষের বড়ো তাড়া

গৃহবাসী মানুষের হাতে অনেক সময়
গৃহগুলি আরামের / সুখকর
বৃষ্টিতে মানুষের হাতে অনেক সময়

পথচলতি মানুষদের দেখতে থাকে
গৃহবাসী মানুষেরা
পথে বৃষ্টি নেমেছে।।

একই সঙ্গে আক্ষরিক ও ভাবানুগ অনুবাদের সুযোগ খুব বেশি পাওয়া যায় না। আবার বহুসময় আয়তনে ছোট কবিতার বার্তা বুঝে নেওয়াও অত সহজ হয় না। সমস্ত শব্দের মানে বোঝার পরেও মনে হয় কবিতার অন্দরমহলে প্রবেশ হল না। হিলডে ডমিনের একটি কবিতা তার প্রমাণ[৯] —

Exil / Hilde Domin

Der sterbende Mund
müht sich
um das richtig gesprochene
Wort
einer fremden
Sprache.

নির্বাসন // হিলডে ডমিন

মৃত্যুপথযাত্রীর মুখটি
প্রাণপণ চেষ্টা করে
শব্দটির সঠিক উচ্চারণের
একটি বিদেশী ভাষায় ।।

চিত্রকল্প ও ভাষার অলংকার প্রতিটি সমাজে আলাদা। একটি কবিতায় সময়ের বর্ণনা নিয়ে অস্পষ্টতা কিছুতেই আক্ষরিক অনুবাদ দিয়ে মেটানো যায় না। অথচ বাংলায় সেটি স্পষ্ট করতে গেলে কিছু স্বাধীনতা নেওয়া প্রয়োজন, যা কবিতার শব্দেরা আমাদের দেয় না। যেমন নিচের কয়েকটি পংক্তি[১০] —

Gesang // Franz Werfel

Einmal einmal-
Wir waren rein.
....
....
Die Zeit war wie Jenseits wandelnd und lang.

সঙ্গীত // ফ্রানৎস্ হ্বারফেল

একদা
আমরা নিষ্পাপ ছিলাম
....
....
আর সেই সময়টি ছিল জগৎ-অতিবর্তী সময়ের মতো পরিবর্তিত এবং দীর্ঘ ।।

Einmal কথাটি দুবার বাংলায় বললে কাব্যগুণের ক্ষতি হয়। আর ‘জগৎ-অতিবর্তী’ বলতে ‘অনাদি’ বোঝালেও জার্মান শব্দটি তা বলতে দেয় না। আবার কালিদাস রায়ের একটি অনুবাদে দেখি সাহসের সঙ্গে তিনি বিদেশি শব্দের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে শব্দান্তরে চলে গেছেন। পল গেহার্টের Abendlied শিরোনামটি তিনি ভাষান্তরে করেছেন সন্ধ্যাস্তোত্র[১১]। Lied অর্থ সঙ্গীত, কিন্তু কবিতাটিতে যীশুকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হচ্ছে। তাই হয়তো মানিয়ে গেছে তাঁর দেওয়া শিরোনাম। জে ডাব্লু ফন গ্যেটের Harfenspieler শিরোনামের কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কলমে হয়ে গেছে ‘দুঃখের শিক্ষা’[১২]। অনুবাদকের মননে কবিতাটির ভিতরের কথা প্রকাশিত হয়েছে, অথচ জার্মান শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল ‘বীণাবাদক’। অধিকাংশ কবি ভাবানুবাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তার আর একটি প্রমাণ দেওয়া যাক[১৩] —

Hoffnung // J. C. F. von Schiller
Es reden und träumen die Menschen viel
von bessern künftigen Tagen
....

আশা // নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চিরদিন স্বপ্ন দেখি, গল্প করি শুভ ভবিষ্যতের
....

এখানে মূল কবিতায় প্রথম পুরুষের উল্লেখ ছিল না, অনূদিত কবিতা ভাবানুবাদে এমনই করেছে। কবিতার প্রয়োজনে সম্বোধন রূপ নেয় বিবৃতির, শুধুমাত্র অনুবাদকের নিজের সৃজনের কল্পনাপ্রভায়[১৪] —

An die Parzen // J. C. F. Hölderlin

....

Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!

ভাগ্যদেবীর গান // হুমায়ুন কবীর

....

সানন্দে বরিয়া লব ছায়ালোকে যে শান্তি বিরাজে

কখনও কখনও স্বাধীনতা কবিতার প্রয়োজনে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে ফেলে, তাতে সামগ্রিক ভাবে কবিতাটি বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। যেমন[১৫] ,

Fall ab, Herz // Ingeborg Bachmann

....

Und was bezeugt schon dein Herz?
Zwischen gestern und morgen schwingt es,
Lautlos und fremd,

....

ঝরে যাও, হে হৃদয় // সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

....

এবং তোমার প্রাণ কোন কথা বলে?
দুইদিকে রেখে দুলছে যখন সে গতকাল এবং আগামী?
ওর ঐ শব্দহীন অদ্ভুত দোলানি

....

Fremd কথাটির সাধারণ অর্থ 'বিদেশি'। যা বিদেশি তা অচেনাও, কিন্তু এখানে 'অদ্ভুত' কথাটি ব্যবহার করা হল। এই সমস্ত ব্যতিক্রম কবিতার অনুবাদকের মেধা ও হৃদয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করে সরে গেছে। এতে কবিতার উৎকর্ষ বিন্দুমাত্র কমেনি।

কবিতার অনুবাদে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে পরিভাষার। সে বিষয়ে দুটি মানুষের বক্তব্য উল্লেখের প্রয়োজন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন ''পরিভাষা ভাষারই প্রকারভেদ; উহা কল্পিত ভাষা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচিত ভাষা। ... নিত্য পরিবর্তনশীল ভাষায় মানুষের কাজ চলে না। ... সুতরাং পরিভাষা স্থায়ী হওয়া আবশ্যক''[১৬] একই সুর বেজে ওঠে রাজশেখর বসুর কথায়। তিনি বলেন, ''ভাষা একটা নমনীয় পদার্থ, তাকে টেনে, বাঁকিয়ে, চটকে আমরা নানা প্রয়োজনে লাগাই। কিন্তু এরকম জিনিসে কোনো পাকা কাজ হয় না, মাঝে মাঝে শক্ত খুঁটির দরকার, তাই পরিভাষার উদ্ভব হয়েছে। পরিভাষা সুদৃঢ়, সুনির্দিষ্ট শব্দ, তার অর্থের সংকোচ নেই, প্রসার নেই।''[১৭]

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে ব্যবহারের দ্বারা পরিভাষা গৃহীত হয়। পরিভাষা স্থায়ী, তবে কখনও এর পরিবর্তন হবে না, এমন নয়। সেই পরিবর্তন অতি ধীরে ঘটে। ভাষান্তর শুধুই সমার্থক

শব্দপ্রয়োগ নয়। এটি ভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক বিনিময় ঘটায়। জীবনপথে এগোনো অর্থ এমন একটি জগতে পরিক্রমা করা, যা ভাষান্তর দাবি করে। স্টাইনারের মতে[১৮] সব বোঝাবুঝিই একধরনের ভাষান্তর। এটি যেন ভাষা ও চিন্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক একটি তত্ত্বের ছায়া। এই তত্ত্ব বলে যে, ভাষান্তরের মাধ্যমে অন্য ভাষা জানা এবং চিন্তনকে ভাষায় প্রকাশ করা এক জাতীয় কাজ। কলিন ম্যাকগিন ভাষাবিচ্ছিন্ন চিন্তনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন[১৯], এবং তার বহু আগে সক্রেটিসও বলেছিলেন, যখন তিনি মনে করেছেন যে চিন্তন হল নিজের সঙ্গে কথা বলা। বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয় বলে এ তত্ত্বের আরও গভীর আলোচনা এখানে তোলা হলো না।

সঠিক ভাষান্তরের সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন এখনও ওঠে। উপযোগিতাবাদ বলবে নিখুঁত ভাষান্তর সম্ভব নয়। তবু নানা ধরনের ও নানাস্তরীয় অথচ কিয়দংশে অযথাযথ, এমন ভাষান্তর সম্ভব একথা কম বেশি সকলেই মানে। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে এই ধরনের কাজের যথেষ্ট উপযোগিতা থাকে। অনেক সময় বাক্যের বহুস্তরীয় অর্থবোধ মেনে নিতে হয়। ভাষান্তরের জন্য এইধরনের অর্থবোধকে রিকোর জরুরি প্রেরণা বলে মনে করেন[২০]। প্রায় সকলেই বর্ণনামূলক রচনার সহজ ভাষান্তর স্বীকার করে নেন। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে এটি এত সহজ বলে বেশির ভাগ মানুষ মানেন না। স্টাইনারের মতে[২১] ভাষান্তরে কাব্যের অর্থহানির ভয় থাকে। সেইজন্য কাব্যকে ভাষান্তরযোগ্যতার সীমারেখার বাইরে থাকা বিষয় বলে মনে করাই ভালো। এক ভাষার কাব্যকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা একধরনের রহস্যময় বা অতীন্দ্রিয় অসম্ভাব্যতা বলে মনে করা হয়। অনেকে তা সত্ত্বেও এই উচ্চাশী প্রয়াসে সামিল হন এবং অনিবার্য হতাশায় ডুবে যান। রিকোর একে কাব্য রূপান্তরের শেষকথা বলে মনে করেন না। তাঁর মতে[২২] ভাষান্তরের সময় অনুবাদক নিজেকে কবিতার বিষয়-সম্পর্কিত অঞ্চলের বাসিন্দা বলে মনে করবেন এবং রূপান্তরেও বিষয়টিকে ওই স্থানগত বৈশিষ্ট্য দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অন্যথায় উৎস ভাষার রূপ ও রস পাওয়া যাবে না। ভাষান্তরে তাই অযথার্থতার ঝুঁকি ও সাফল্যের আনন্দ দুটিই থাকে।

রিকোরের মতে[২৩] ভাষান্তরে ব্যাখ্যাদানও করা হয়। কাব্যের ক্ষেত্রে চিন্তাবিদেরা[২৪] ব্যাপক ও সীমিত অর্থে ভাষান্তরের মধ্যে ভেদরেখা টানেন। সীমিত অর্থে এটি প্রচলিত, পুস্তক-নির্ভর, এবং ব্যাপক অর্থে এটি অভিজ্ঞতা, চিত্রকল্প বা বিবরণ নির্ভর। দ্বিতীয় অর্থে ভাষান্তর বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্যবহনকারী। সেই কারণেই এটি অগণিত এবং গভীর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পায়ের নিচে শক্ত ভিত্তিভূমি পায়। ইতিহাস বলে ভাষান্তর বহু ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম দিয়েছে। চতুর্দশ শতকে ইয়োরোপে ভাষান্তরের বিশেষ ফল রেনেসাঁ। মানুষের জীবনে ধর্মীয় সংস্কার যে গভীর প্রভাব রেখে যায়, ভাষান্তর তাকেও অতিক্রম করতে সাহায্য করে। জন্মসূত্রে মুসলমান হয়েও দারাশুকো বেনারসে সংস্কৃত চর্চা করেছেন, রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদের ভাষান্তর করেছেন। তাঁকে মুসলমান বলে স্বীকার করা হত না।

রিকোরের ভাষায়[২৫] ভাষান্তরের দৃষ্টান্ত অনেকাংশে ভাষাগত আতিথেয়তার (linguistic hospitality) ওপর নির্ভর করে। রিচার্ড ক্যার্নি বলেন[২৬] এ যেন ভাষাকে অতিথির অঙ্গের বসন করে দেওয়া এবং একই সঙ্গে অতিথিকে আমাদের নিজস্ব ভাষার বুননে আহ্বান করা। এখানে ভাষা দুটি কেউ কারও স্বকীয়তা হারায় না। দুটি পৃথক সমাজের মানুষেরা নিজস্ব কথোপকথনের প্রতি অনুগত থেকেও একই সঙ্গে ভাষান্তরকে স্বাগত জানাতে পারে। ভাষান্তর হয়ে ওঠে দুই ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে এক সুন্দর বিনিময় মাধ্যম। এভাবেই এটি একধরনের সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায়ের কাজ করে। তবুও একটি ঝুঁকি কিন্তু থেকে যায়। সেটি হল, এই ভাষান্তরে উৎস ভাষার প্রতি উদ্দিষ্ট ভাষার মনোভাব কখনও আধিপত্যবাদী, কখনও আবার অনুগত বা শ্রদ্ধাপরবশ হয়। ভাষাগত আতিথেয়তার মধ্যে যেমন অন্যের ভাষায় বসবাস করার মতো আনন্দ সুলভ, সেই অনুপাতে স্বগৃহে অতিথি-শব্দের প্রয়োগাধিকারের তৃপ্তিও পাওয়া যায়।

এই অর্থে ভাষান্তর একপ্রকার সৃজনশীল কাজ, যা আমাদের ভাষাভিত্তিক জগৎ-নির্মাণকে অতিক্রম করে যায়। এভাবেই যখন উদ্দিষ্ট ভাষা উৎস ভাষার দ্বারা ভিতর থেকে গভীরভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠতে পারে, তখনই ভাষান্তর উভয় ভাষার মানুষকে একই বিশ্বের সহযাত্রী করে তোলে। ফ্রানজ রোজেনসোয়ায়িগ[২৭]-এর অনুসরণে রিকোর বলেন যে, ভাষান্তরের সময় অনুবাদক উৎস ভাষার রচয়িতা ও উদ্দিষ্ট ভাষার পাঠক, উভয়ের কাছেই যুগপৎ দায়বদ্ধ থাকেন। এই দ্বিমেরুবাহী ভাষান্তর এভাবেই কবি ও পাঠককে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসে। পল রিকোর রেনেসাঁ সময়ের প্রাচীন গ্রীক দর্শন, পল সেলানের কবিতা ও হানা আরেন্টের লেখা, এ সবের থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে ভাষান্তরে শুধু দর্পিত আহ্বান আছে, তা নয়, এটি দুই সমাজের কথোপকথনের ইঙ্গিত দেয়। উভয়ের এই কাছাকাছি আসা দেরিদার ভাষায় Negotiation (সন্ধি অর্থে আলাপ আলোচনা)[২৮], যার ফলে দুটির মধ্যে পরিবর্তন বা ফারাকের উপলব্ধির ইচ্ছা ধীরে কমে আসে। এটি শুধু যে আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে তা নয়, গোষ্ঠীর সামাজিক ও নৈতিক আপসের বিষয়গুলির নিরিখেও।

তাহলে বিচ্যুতিই ভবিতব্য ভেবে থেমে গেলে বিশ্বপ্রাণ অনুভবের বাইরেই থেকে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে — অনুবাদক কীভাবে বুঝবেন তাঁর অনুবাদের মান? হায়াত মামুদের উত্তরটি এখানে দখিনা বাতাসের মতো মনে হয়। তিনি লেখেন, ‘‘শিক্ষা বা অনুশীলনজাত যোগ্যতার নিক্তিমাপ এমন এক দুরূহ কর্ম এবং তারও রায় এ হেন তর্কসাপেক্ষ যে, যোগ্যতা বিচারের প্রশ্নে অনুবাদকের স্বমূল্যায়নই ধর্তব্য।’’[২৯]

আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভাষাজ্ঞান ছাড়াও ভালো অনুবাদ সম্ভব। যেমন এজরা পাউণ্ডের জাপানি কবিতা এবং ‘‘নো’’ নাটকের অনুবাদ বা ফর্স্টারের ‘‘শকুন্তলা’’ অনুবাদ। আন্দ্রে জিদ বাংলা না জেনেও রবীন্দ্রনাথের লেখা অনুবাদ করেছেন। কবির কাছে ভাষার প্রাচীর গৌণ হয়ে গেছে। তবু বিদেশি ভাষাজ্ঞান অনুবাদকের সঙ্গে ওই বিদেশি মাটি ও তার যাপনের এক ব্যতিক্রমী সখ্য গড়ে তোলে, এ কথা অস্বীকারের কোনও উপায় নেই। এইসব কারণে অনুবাদ কখনও ভাষান্তর, কখনও ভাবান্তর, আবার কখনও বা মূল আঙ্গিক ও ভাব অপরিবর্তিত রেখে নবরূপায়ণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই তৃতীয়টি হলো কাব্যের নবজীবন প্রাপ্তি।

মানদণ্ড অনির্দিষ্ট হওয়ায় অনুবাদ বিষয়ক দ্বন্দ্ব চিরকাল চিন্তাবিদদের পীড়িত করেছে। পল ভ্যালেরির মতো মানুষ কোনও একসময় একথাও বলেছেন যে কবিতার অনুবাদ অসম্ভব। একই সঙ্গে স্মরণীয় প্রাবন্ধিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের পংক্তিগুলি — ‘‘অনেকে বলেন, কাব্যে যাহা উৎকৃষ্টাংশ তাহার অনুবাদ হইতে পারে না, আমরা বলি কাব্যের যাহা উৎকৃষ্টাংশ তাহাই অনুবাদ সহনশীল। যেখানে মূলের স্থানকালের সীমাবদ্ধতা আছে, ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণতা আছে সেখানে অনুবাদ সার্থক নাও হইতে পারে, না হইবারই কথা। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিত্ব লুপ্তপ্রায় এবং প্রকাণ্ড মানবত্বের বিশালতা স্বপ্রকাশ, যেখানে আমি নই আমরা আছে, তোমার আমার দুঃখের কথা নাই, মনুষ্যজাতির অন্তর্বেদনার কথা আছে, খণ্ড সত্য নহে, বিরাট সত্যের অভিব্যক্তি আছে, তাহার অনুবাদ হইতে পারে, হইয়াও থাকে।’’[৩০] শেষ পর্যন্ত এটা মানতেই হয় যে দুটি জাতির সংস্কৃতি আলাদা বলে সামগ্রিকভাবে অনুভবের ফারাক থেকে যায়। কিন্তু মূল কবিতার আকার ও বক্তব্যকে যথাসম্ভব ধরে রেখে উপলব্ধি গভীরভাবে কাজে লাগাবার প্রয়াস অনুবাদকের থাকা প্রয়োজন। তখনই একটি কবিতা বিশ্বজনের কাছে ভালোবাসার কবিতা হয়ে ওঠে।

Liebesgedicht // Karl Krolow

Mit halber stimme rede ich zu dir :

Wirst du mich hören hinter dem bitteren Kräutergesicht
Des Mondes, der zerfällt?

ভালোবাসার কবিতা // কার্ল ক্রোলভ্

আমি অর্ধস্ফুট কণ্ঠে তোমার সঙ্গে কথা বলি
তুমি কি আমার কথা শুনতে পাও
আধখানা চাঁদের ক্ষীয়মাণ তিক্ত ওষধির মতো মুখের ওপার থেকে?

সহকারী গ্রন্থ :

১ "Emergence of articulate speech marks a total break in the process of evolution. Many Western philosophers have even identified rationality of man with articulate speech which, then, is the differentia of man from other co-ordinate species." Bhattacharyya, Sibajiban, *Language, Testimony and Meaning*", ICPR, New Delhi, 1998.

২ The art of translation is a subsidiary art, and derivative. On this account it has never been granted the dignity of original work, and has suffered too much in the general judgment of letters. This natural underestimation of its value has had the bad practical effect of lowering the standard demanded— and in some periods has almost destroyed the art altogether. মামুদ হায়াত, ''অনুবাদব্রতী ঃ ব্যর্থ নিষাদ", গল্পচক্র, গল্প উৎসব সংখ্যা, ২০১৭, পৃ-৫।

৩ Recoeur Paul, *On Translation*, Tr. Eileen Brennan, New York, Routledge, 2006 (Original in 2004)

৪ মামুদ হায়াত, ''অনুবাদব্রতী ঃ ব্যর্থ নিষাদ", গল্পচক্র, গল্প উৎসব সংখ্যা, ২০১৭, পৃ:৬-৭

৫ ওই, পৃ-৭

৬ Lefevere, Andre, *Translating Poetry : Seven Strategies and a Blue-print*, Amsterdam, Van Gorcum, 1975. বিষয়টি সুমিতা চক্রবর্তি তাঁর অনুবাদের তত্ত্ব ঃ অনুবাদকের মন (আশাদীপ, কলকাতা, ২০২৪) নামক বইতে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন।

৭ Eberle, Rolf A., "Introduction", *Rhyming Rilke*, Gangchil, Kolkata, 2009.

৮ সান্যাল, মণিদীপা, এখন এই বসন্তে, ভাষা সংসদ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২৩, পৃ:২৮-২৯

৯ ওই, পৃ:২৬-২৭

১০ সান্যাল, মণিদীপা, ফেব্রুয়ারির চাঁদ ও অন্যান্য কবিতা, ভাষা সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ:৪৪-৪৫

১১ ধীরেন মুখোপাধ্যায়, ফ্রানজ যোশেফ পাবলিক, হেনরিখ হাকার (সম্পাদিত) জার্মান শ্রেষ্ঠ কবিতা, দীপায়ন প্রকাশনা, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ:৪-৫।

১২ ওই, পৃ:২৪-২৫

১৩ ওই, পৃ:৫২-৫৩

১৪ ওই, পৃ:৬৬-৬৭

১৫ ওই, পৃ:১৩০-১৩১

১৬ ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর, ‘‘রাসায়নিক পরিভাষা’’, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০২ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৮৯৫ খৃস্টাব্দ।

১৭ বসু রাজশেখর, ‘‘ভাষা ও সংকেত রচনা’’, লঘুগুরু, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৯৩১ খৃস্টাব্দ।

১৮ Steiner George, *After Babel : Aspects of Language and Translation*, Oxford University Press, 1998 (first published in 1975)

১৯ McGinn Colin, *The Character of Mind*, Oxford University Press, 1997

২০ Recoeur 2006

২১ Steiner 1998

২২ Recoeur 2006

২৩ Recoeur 2006

২৪ Baker Mona, *Beyond the Spectacle : Translation & Solidarity in Contemporary Protest Movements*, London & New York, Routledge, 2016

২৫ Recoeur 2006

২৬ Kearney Richard, *Traversing the imaginary : R Kearney & the Postmodern Challenge*, Northwestern University Press, 2007

২৭ Glatzer, Nahum Norbert, ed. *Franz Rosenzweig : His Life and Thought*, New York : Schocken Books.

২৮ দেরিদার মতে Negotiation (neg-otium) ব্যুৎপত্তিগতভাবে un-leisure (না-অবসর) বা dis-ease (না-সহজ) বোঝায়।

২৯ মামুদ, পৃ-৬

৩০ মুখোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর, বঙ্গদর্শন পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা।

মণিদীপা সান্যাল : কবি ও গল্পকার। দর্শন বিষয়ক বহুবিধ বাংলা ও ইরেজি প্রবন্ধ ছাড়াও বিভিন্ন জার্মান কবিতা ও গল্প বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক।